

অবিশ্বাসীর তোতাকাহিনী

-বিপ্লব

আধ্যাত্মিকতা সম্মুখে লোকের এতো ভুল ধারণা, এটা ভাঙিয়ে কেও ধর্ম ব্যবসা চালাচ্ছে! আবার কোন কোন নাস্তিক না বুঝে এমন মন্তব্য করছে, তাতে এই সব ধর্ম ব্যবসায়ীদের আরো সুবিধা হবে!

http://www.mukto-mona.com/Articles/shahadat/dharmik_bochsha.pdf

এই প্রবন্ধ পড়লে ধারণা জন্মাবে আধ্যাত্মিকতা মানে কত গুলো কুসংস্কার, আত্মা টাট্টাই বিশ্বাস করা ইত্যাদি। দোষ দিচ্ছি না। ৯৯% লোক তাই ভাবে। কারণ ধর্ম দিয়ে আধ্যাত্মিকতা মেটাতে গেলে সেটা কুসংস্কারই হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশেও আধ্যাত্মিকতা মানে ভুত প্রেতের সাথে গল্প করা। পারা নর্মাল ব্যাপার স্যাপার। পুরোটাই ধাপ্লাবাজি। এরাও নিজেদের বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিক বলে!

কিন্তু এখানে বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতা বলে একটি শব্দ নিয়ে আসা হল। না বুঝে। যার মানে হচ্ছে, নিজেকে বোঝার বিজ্ঞান। বা বৈজ্ঞানিক তথ্য কাজে লাগিয়ে, প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে নিজের মন, দেহ এবং সত্তাকে বোঝা। এর দুটো দিক আছে। এক হচ্ছে প্রযুক্তি দিয়ে মানবমন বোঝা। ব্রেনের ইমেজ এবং বিকিরন কাজে লাগিয়ে, আমাদের স্কোভ, ঘৃণা, ভালোবাসার বিশ্লেষণ। আরেকটা ফলিত দিক। যেখানে ধ্যান, যোগব্যায়াম এবং মন সংযোগের ওপর গবেষণা চলে। এবং ড্রাগ এডিক্ট, ডিপ্রেসন ইত্যাদি রুগীদের ওপর থেরাপী হিসাবে এগুলো ব্যবহার করা হয়। সাধারণ মানুষও মানসিক শান্তির সন্ধানে এই সব থেরাপি নিয়ে থাকে।

আরো হাস্যকর হচ্ছে এই প্রবন্ধে সততা এবং নৈতিকতার বিশ্লেষণ। সৎ না থাকলেতো সমাজ বিজ্ঞান, ব্যবসা কিছুই টেকে না বাবা! বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া গরীব কেন? লোকজন অসৎ। তাই কোন ইকোনমিক সিস্টেমই কাজ করে না! দারিদ্র এবং দুর্নীতির ইনডেক্সের মধ্যে কোন সম্পর্ক কি এই অবিশ্বাসী দেখতে পায় না? অসততার সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক এবং তাতে অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে অনেক লেখা আছে। এগুলো না পড়ে এই রকম হাস্যকর একটা লেখা লিখে, কার কি উপকার হচ্ছে?

আরো হাস্যকর বিজ্ঞান এবং অবিশ্বাসীকে আলাদা করা। অবিশ্বাসী না হলে কেও বৈজ্ঞানিক হতে পারে না (ডিগ্রি বা পেশা হতেই পারে)। বিজ্ঞান মানেই হচ্ছে, যেটা শুনছ, যেটা ভাবছ সেটাকে সংশয় কর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার বিচারও তাই। সংশয়বাদীর দৃষ্টিতে, অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, আত্মসত্য উদঘাটন।

প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মাত্মের সাথে অবিশ্বাসীর কি পার্থক্য রইল? এক জন অন্ধভাবে বলছে ধর্ম ঠিক, আরেক জন তোতাপাখির মতন বলে চলেছে ধর্ম ভুল! এতো সেই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ!

এইজন্য স্যার কার্ল পপার প্রমাণ করেছিলেন মুক্তচিন্তা করে যুক্তিবাদী হওয়া যায় না। সত্যের সন্ধানে লাগে মেথডিক্যাল থিঙ্কিং-বিজ্ঞানের পদ্ধতি, প্রকল্প, বিরুদ্ধ প্রকল্প এবং বিকল্পের কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণ করতে হয়। সেটাই বিজ্ঞানবাদ।

সেটা না করলে ধর্মবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, উভয়েই তোতাকাহিনী আউরাবে।

ক্যালিফোর্নিয়া

১১/১৭/০৫